যুগান্তর

তারিখ ... OCT 1 0 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

৩

অরক্ষিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

একরামুল ইসলাম বিপ্লব, *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে*

সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ সব একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে নেই পাহারার কার্যকর ব্যবস্থা। একের পর এক সন্ত্রাসী ও চোরাগুপ্তা হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি টাকার সম্পদ। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। নিরাপদ নন স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের প্রধান ভিসি ও আইন-শৃঙ্খলার রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রক্টর এবং সহকারী প্রক্টররাও। চাকরির দাবিতে ছাত্রদলের চাপের মুখে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ভিসি ক্যাম্পাস ছেড়ে ঢাকায় অবস্থান করছেন। ভেঙে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনগুলোতে নিরাপত্তার জন্য এস্টেট অফিসের অধীন নিজস্ব প্রহরী ছাড়াও মাস্টার রোলে আরও অন্তত ৬০ জন আনসার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদহানির ব্যাপারে এদের কোন জবাবদিহিতা নেই। ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত পুলিশি টহলের ব্যবস্থা না থাকায় এবং প্রতিটি ভবনে মাত্র একজন নৈশ প্রহরী থাকায় দুর্বৃত্তরা চুরি ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে অতি সহজেই সটকে পড়ছে। ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ রোধ করার নেই কোন কার্যকর পদক্ষেপ। ঢাকঢোল পিটিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার নামে মাঝে মাঝে প্রক্টর অফিসের পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ নিষেধ ও ছাত্রছাত্রীদের সার্বক্ষণিক পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার ঘোষণা দেয়া এবং মাইকিং করা হয়, যা রীতিমতো তামাশায় পরিণত হয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মিছিল-মিটিংয়ে প্রতিদিন শত শত বহিরাগত নিয়মিত অংশগ্রহণ করলেও তা দেখার কেউ নেই। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিবহন বাস ক্যাম্পাসের ভেতর প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। মেইন গেটের বাইরে ছাত্রছাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে দেয়া হয় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার হাস্যকর অজুহাতে। মাত্র একজন নৈশ প্রহরী থাকায় ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের দুটি কক্ষে চুরি হয়। নিরাপত্তা জোরদার না করায় ২০ সেপ্টেম্বর রাতে ফের হলের ভেতর সন্ত্রাসীরা প্রবেশ করে দফায় দফায় ছাত্রীদের বিভিন্ন কক্ষে হামলা চালায়। ঘটনার রাতে ভীতসন্ত্রস্ত ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে পাশে পায়নি। প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা পরের দিন প্রশাসন ভবন ও ভিসির বাসভবনে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। নিরাপত্তার অভাবে বাধ্য হয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুটি ছাত্রী হল বন্ধ করে দিয়েছেন প্রভোস্টরা। এতে রমজানের ছুটির মধ্যে চলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগের পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় সেশন জটের কবলে পড়েছে ছাত্রছাত্রীরা। অবৈধভাবে চাকরির দাবিতে ১৯ সেপ্টেম্বর ইবি ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের শতাধিক সন্ত্রাসী লাঠিসোটা ও আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জোর করে ভিসির বাসভবনে প্রবেশ করে তাকে অবরুদ্ধ করে রাখে। এ সময় তারা ভিসির বাসভবনের নিরপত্তা রক্ষীদের সরিয়ে দিয়ে মেইন গেটের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। পাশাপাশি পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে না যাওয়ার জন্য প্রক্টরকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বলে দেয়া হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা পর ক্যাডাররা চলে গেলে পুলিশ ভিসির বাসভবনে যায়। অবরুদ্ধ নব্যাগত ভিসি ছাত্রদলের ক্যাডারদের হাত থেকে রক্ষা পেতে কৌশলের আশ্রয় নেন। ঢাকায় গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে তাদের চাকরি দেয়ার আশ্বাস দিয়ে তিনি পুলিশ পাহারায় ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। এখনও ভিসি আর ক্যাম্পাসে ফেরেননি। একটি সূত্র জানায়, চাকরির দাবিতে বেপরোয়া ছাত্রদল ক্যাডারদের ভয়ে ভিসি জোট সরকারের মেয়াদের বাকি দিনগুলো বিভিন্ন অজুহাতে ঢাকায় কাটিয়ে দেয়ার কৌশল অবলম্বন করেছেন। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে ভিসি ক্যাম্পাসে না থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্যাম্পাসে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

> নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা

ক্যাম্পাস : অরক্ষিত

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আরও নাজুক হয়ে পড়েছে। ভিসিকে চাপের মুখে রাখতেই সন্ত্রাসীরা ৪ অক্টোবর গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অফিস প্রশাসন ভবনে অগ্নিসংযোগ করে। এতে পরিবহন প্রশাসকের অফিস ভস্মীভূত হয়। এই ভবনেই ভিসি, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, অগ্রণী ব্যাংকের ইবি শাখাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অফিস রয়েছে। অথচ এমন গুরুত্বপূর্ণ ভবনে মাত্র একজন আনসার সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে।

আগামী ১৮ অক্টোবর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অফিস ও ছাত্রদের ৪টি আবাসিক হল পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বন্ধ হয়ে গেলে এসব ভবনে আবারও সন্ত্রাসীরা অগ্নিসংযোগ অথবা প্রতিশোধমূলক নাশকতা চালাতে পারে বলে হলের আবাসিক ছাত্ররা আশঙ্কা করছে। নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ও একের পর এক ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনায় প্রক্টর ড. আলীনূর রহমান পদত্যাগ করলেও ভিসি ক্যাম্পাসে না থাকায় তা গৃহীত হয়নি। ক্যাম্পাসে না ফেরা পর্যন্ত পদত্যাগী প্রক্টরকে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানিয়েছেন ভিসি। প্রক্টরকে চাকরি প্রার্থী সন্ত্রাসীরা অব্যাহত হুমকি দেয়ায় তিনিও একরকম গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন।